দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 07 JAN 2006 পৃষ্ঠা ১২ কলাম

চট্টগ্রামে ভেটেরিনারি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার নির্দেশনা চূড়ান্ত

খসড়া আইন মন্ত্রিসভায় অনুমোদনের অপেক্ষায়

তালুকদার হারুন

চট্টগ্রামে দেশের প্রথম ভেটেরিনারি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। ইতোমধ্যেই প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় থেকে চট্টগ্রাম সরকারী ভেটেরিনারি কলেজকে বিশ্ববিদ্যালয়ে উন্নীত করার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। এ লক্ষ্যে মৎস্য ও পশুসম্পদ মন্ত্রণালয় 'বাংলাদেশ ভেটেরিনারি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় চট্টগ্রাম আইন' নামে একটি খসড়া আইন তৈরী করেছে। এই খসড়া আইন নিয়ে শিক্ষা মন্ত্রণালয়, সংস্থাপন মন্ত্রণালয় [illegible]

১১-এর পৃষ্ঠা [illegible]

চট্টগ্রামে ভেটেরিনারি বিশ্ববিদ্যালয়

১২-এর পৃষ্ঠার পর

অর্থ মন্ত্রণালয় ও আইন মন্ত্রণালয়ের সমন্বয়ে তিন বার আন্তঃমন্ত্রণালয় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। আন্তঃমন্ত্রণালয় সভায় খসড়া আইনটির কিছুটা সংশোধন করে চূড়ান্ত করা হয়েছে। বর্তমানে এই খসড়া আইনটি মন্ত্রিসভার বিবেচনা ও অনুমোদনের অপেক্ষায় রয়েছে।

জানা গেছে, ২০০৪ সালের ১৯ এপ্রিল চট্টগ্রাম আউটার স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত এক জনসভায় ভাষণকালে প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া চট্টগ্রাম সরকারী ভেটেরিনারি কলেজকে বিশ্ববিদ্যালয়ে উন্নীত করার প্রতিশ্রুতি প্রদান করেন। পরবর্তীতে এটি চট্টগ্রামের গণদাবীতে পরিণত হওয়ায় এই বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নেয় সরকার। অন্যদিকে দারিদ্র্য বিমোচন, নারীর ক্ষমতায়তনসহ সহস্রাব্দের উন্নয়ন লক্ষ্য অর্জনে পশুসম্পদ সাম্প্রতিককালের উন্নয়ন কর্মসূচীর গুরুত্বপূর্ণ সেক্টর হিসেবে প্রাধান্য পাচ্ছে। ফলে পশুসম্পদ উন্নয়নে শিক্ষা, গবেষণা ও সম্প্রসারণ কার্যক্রমের ওপর নীতিনির্ধারণী পর্যায় থেকে বিশেষ গুরুত্ব দেয়া হচ্ছে। এরই ধারাবাহিকতায় গত এক দশকে দেশে চারটি ভেটেরিনারি কলেজ স্থাপন করা হয়। দেশে একাধিক কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় ও ভেটেরিনারি কলেজ থাকলেও কোন ভেটেরিনারি বিশ্ববিদ্যালয় নেই। এ কারণেই ভেটেরিনারি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করতে যাচ্ছে সরকার।

এই বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য হচ্ছে- ভেটেরিনারি শিক্ষা ব্যবস্থাকে একটি টেকসই শিক্ষা ব্যবস্থায় রূপদান করা। ভেটেরিনারি ও প্রাণিবিজ্ঞানের সাথে মৎস্য বিজ্ঞান, খাদ্য ও পুষ্টিবিজ্ঞান, লেদার টেকনোলজি এবং জনস্বাস্থ্যের নিবিড় সম্পর্ক থাকার কারণে এ বিশ্ববিদ্যালয়ে একাধিক অনুষদ সৃষ্টির মাধ্যমে বহুমুখী বিশ্ববিদ্যা চর্চার সুযোগ সৃষ্টি করা হবে। এর ফলে ভেটেরিনারি শিক্ষায় স্নাতকোত্তর শিক্ষা প্রবর্তন এবং গবেষণা ও সম্প্রসারণ কার্যক্রম গ্রহণেরও সৃষ্টি করবে নতুন সুযোগ। এই বিশ্ববিদ্যালয় দেশের ভেটেরিনারি শিক্ষার মাননিয়ন্ত্রকের ভূমিকা পালন করবে। অপরদিকে দেশের দারিদ্র বিমোচন, খাদ্য নিরাপত্তা, জাতীয় [illegible] দূরীকরণসহ আত্ম-কর্মসংস্থানের জন[illegible] ভেটেরিনারি পেশাকে একটি পরিপক্ব [illegible] দায়িত্বশীল পেশা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার লক্ষে[illegible] এ বিশ্ববিদ্যালয় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পাল[illegible] করবে। দেশের পশুসম্পদ উন্নয়নেও পাল[illegible] করবে সহায়ক ভূমিকা।

জানা গেছে, এই বিশ্ববিদ্যালয়টি চট্টগ্রা[illegible] সরকারী ভেটেরিনারি কলেজ ক্যাম্পাসে এ[illegible] যাত্রা শুরু করবে। ১৮ একর জমির ওপ[illegible] স্থাপিত চট্টগ্রাম সরকারী ভেটেরিনারি কলেজ[illegible] কলেজসংলগ্ন রয়েছে চট্টগ্রাম আঞ্চলিক মুরগি[illegible] খামার, জেলা কৃত্রিম প্রজনন কেন্দ্র, চট্টগ্রা[illegible] চিড়িয়াখানা ও চট্টগ্রাম ডেইরি ফার্ম। এ[illegible] প্রতিষ্ঠানগুলো ছাত্র-ছাত্রীদের গবেষণা[illegible] ব্যবহারিক শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টি করবে। এ[illegible] কলেজে বিশ্বের অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ের সা[illegible] সামঞ্জস্য রেখে ভেটেরিনারি চিকিৎসাবিজ্ঞা[illegible] কোর্স ক্রেডিট ও সেমিস্টার সিস্টেম শিক্ষ[illegible] কার্যক্রম চালু রয়েছে। উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা[illegible] পর ৫ বছর মেয়াদী ভেটেরিনারি ডিগ্রী কো[illegible] এবং ৪০ সপ্তাহব্যাপী ইন্টার্নিশিপ প্রথাও চা[illegible] রয়েছে এই কলেজে। বর্তমানে এই কলেজে[illegible] ৩৫০ জন ছাত্র-ছাত্রী অধ্যয়নরত। কলেজে[illegible] বিদ্যমান আয়তন, অবকাঠামো ও শিক্ষা সংশ্লি[illegible] সুযোগ-সুবিধা একটি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনে[illegible] পূর্বশর্ত পূরণ করে।

মৎস্য ও পশুসম্পদমন্ত্রী আবদুল্লাহ আল নোমা[illegible] বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে ইনকিলাবকে[illegible] জানান, চট্টগ্রামে একটি ভেটেরিনা[illegible] বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন সম্পর্কে সাম্প্রতিককা[illegible] চট্টগ্রামবাসীর আগ্রহ ও আকাঙ্ক্ষার সৃষ্টি করেছে[illegible] দেশের প্রায় প্রতিটি প্রশাসনিক বিভাগে এক [illegible] একাধিক কৃষি সংশ্লিষ্ট বিশ্ববিদ্যালয় গ[illegible] উঠেছে। কিন্তু চট্টগ্রাম, পার্বত্য চট্টগ্রাম [illegible] উপকূলীয় জেলাসমূহে কোন বিশ্ববিদ্যাল[illegible] স্থাপিত হয়নি। চট্টগ্রামে ভেটেরিনা[illegible] বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হলে সেই শূন্যতা দূরীভূ[illegible] হবে। এ বিশ্ববিদ্যালয় বাস্তবায়িত হ[illegible] ভেটেরিনারি উচ্চশিক্ষা, গবেষণা ও উন্নয়[illegible] একটি বিশ্বমানের উৎকৃষ্ট প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠা[illegible] উজ্জ্বল সম্ভাবনা সৃষ্টি করবে।